কবি বন্দ্যঘটী গাঞিির জীবন ও মৃত্যু : এক চুয়াড় যুব-কর আত্ম-অ-ন্বষ-ণর ব্যর্থ প্র-চষ্টার কাহিনি

অর্পিতা দাস[2]

ভারতীয় সমাজ বহু প্রাচীনকাল থেকেই চতুর্বর্ণে বিভক্ত। পেশাগত এবং বিত্তগত অসাম্য মানু-ষর সাম-ন স্পষ্টভা-ব প্রত্যক্ষীভূত থা-ক। বিভিন্ন জন-গাষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য আমরা চোখেও দেখতে পাই। কিন্তু জাতি ও বর্ণগত পার্থক্যটি খানিকটা ধারণাভিত্তিক, ঠিক বাস্তব নয়। আর্য জাতির প্রাচীনতম সাহিত্য -বদ -থ-কই আমরা এই ধারণার পরিচয় পাই। -সখা-ন সমা-জ বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষদের বিভিন্ন বর্ণে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ছিল ব্রাহ্মণের বৃত্তি; যুদ্ধ এবং রাজ্য শাসন ছিল ক্ষত্রিয়দের কাজ; ব্যবসা বাণিজ্য কর-তন বৈশ্যরা এবং এই তিন ব-র্ণর -সবা কর-তন শূদ্ররা। এই বিভাজন -থ-কই কিন্তু -বাঝা যায় -য বিভিন্ন ব-র্ণর পারস্পরিক সম্পর্কটি সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিল না। -য সম্মান প্রথম তিনটি ব-র্ণর মানু-ষরা পেতেন শূদ্ররা ছিলেন তা থেকে বঞ্চিত। শূদ্রদের সামাজিক অধিকারও ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

তবুও এই চতুর্বর্ণ আর্যজাতির -য সমাজ কাঠা-মা তারই অন্তর্গত ছিল। কিন্তু আর্যরা আসবার আ-গ ভারতীয় উপমহা-দ-শ -য আদি অধিবাসীরা বাস কর-তন তাঁরা -থ-ক -গ-লন এই চতুর্বর্ণ বহির্ভূত। আর্য-দর কা-ছ পরাস্ত হয়ে তাঁরা সরে গেলেন দেশের দুর্গম অঞ্চলে - অর-ণ্য, পর্ব-ত। তাঁরা -কা-নাভা-বই আর্য সমা-জর অন্তর্গত নন। এই আদিবাসী-দর নানা আখ্যায় অভিহিত করা হয়। -যমন - আদিবাসী, উপজাতি, খণ্ডজাতি, ভূমিপুত্র, গিরিজন, জনজাতি, পাহাড়িয়া, আরণ্যক ইত্যাদি। এই ব-র্গর মানু-ষরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় অবস্থা-নই দুর্বল। -সজন্য তাঁ-দর নিম্নবর্গ ব-ল অভিহিত করা হয়। এঁরা চিরকাল দুর্বলতার কার-ণ সমা-জর উচ্চব-র্গর মানু-ষর দ্বারা -শাষিত, অব-হলিত এবং উ-পক্ষিত হন। উচ্চব-র্গর মানু-ষরাই এই নিম্নবর্গীয় সমা-জর বিভিন্ন -গাষ্ঠী-ক বু-না, অসভ্য, বর্বর এবং জংলি ব-ল থা-কন। উচ্চব-র্গর দ্বারা অত্যাচারিত নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানু-ষর আখ্যান ভারতীয় পুরাণ সাহি-ত্য কিছু কিছু পাওয়া যায়। মহাভার-তর একলব্য এবং রামায়-ণর শম্বুক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক অত্যাচারিত না হ-লও এই নিম্নবর্গ এবং শূদ্র ব-র্ণর মানু-ষরা -য সামাজিক মর্যাদায় অ-নকটায় নিম্নস্থা-ন ছি-লন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামায়-ণর গুহক, শবরী এবং মহাভারতের বিদূর এবং বিদূর জননী নামহীনা শূদ্র দাসীর প্রসঙ্গে।

প্রাচীন পুরাণ-কথায় বর্ণিত উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষগুলির অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হওয়ার কথা আজও ধারাবাহিকভা-ব সমা-জ বহমান। পুরা-ণর কাহিনি আজও

---

[2] *অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।*

বর্তমান সমাজ-ক অনাবৃত ক-র -দয় অ-নক উপন্যা-স। মহা-শ্বতা -দবী এমনই একজন -লখিকা যিনি আদিবাসী মানু-ষর -শায-ণর কথা-ক তু-ল ধ-র-ছন পুরা-ণর আধা-র। তাঁর -লখায় গুরুত্ব পেয়েছে সমাজের নির্যাতিত, দুর্গত, নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনের কথা; তাঁদের সংগ্রামের কথা। এ প্রসঙ্গে লেখিকার নিজস্ব মন্তব্য স্মরণ-যাগ্য ----- *''আমি ম-ন করি আমার জীব-নর, সমস্ত জীবনের যদি কোনও অ্যাচিভমেন্ট থেকে থাকে কাজকর্মের, একমাত্র অ্যাচিভমেন্ট হল - ট্রাইবাল, আদিবাসী শব্দটা - এরা -য আ-ছ, এ বিষ-য় মানুষ-ক অবহিত করা-না। -স বিষ-য় গল্প, উপন্যাস লি-খ, -স বিষ-য় প্রতিবাদ ক-র, -স বিষ-য় অ-নক কিছু ক-র তারা -য আ-ছ -সটা প্রতিষ্ঠা করা।''(১)* ১৯৮৪ খ্রিস্টা-ব্দ প্রকাশিত মহা-শ্বতা -দবীর -শ্রষ্ঠগল্প-এর ভূমিকা -থ-ক জানা যায় ----- পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে তিনি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করেন অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।

'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) তাঁর এরকমই একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থাকা-র প্রকা-শর পূ-র্ব ১৯৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'চতুষ্পর্ণা' পত্রিকায় প্রকাশিত হ-য়ছিল। রাঢ়বাংলার -মদিনীপু-রর আদিবাসী জীব-নর প্রতি তাঁর আকর্ষ-ণর কথা -লখিকা নিজ মু-খই স্বীকার ক-র-ছন ----- *''রাঢ়বাংলার -মদিনীভূ-মর সাধারণ মানু-ষর জীব-নর এই বিপুল বর্ণাঢ্যতা আমা-ক আকৃষ্ট ক-রছিল। অন্যদি-ক, বর্ণশাসিত সমা-জর বাই-র -য অরণ্যবাসী আদিবাসী সমাজ -মদিনীপু-র অনন্তকাল ধ-র বাস কর-ছ, যারা ভার-তর আদিমতম অধিবাসী তা-দর সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব, -দ-বাপাসনা, তা-দর ঢ়ষঢ়নল ও ঢ়তথষষ, বিশ্বাস-প্রথা-ব্যবহার, চান্দ্রবৎসর গণনা, মাতৃকা আরাধনা, তা-দর কথা আমার ম-ন ছিল। আমরা ও তারা একই ভূ-খ-ন্ড বাস করি কিন্তু তা-দর ধ্যানধারণার জগৎ এ-কবা-র পৃথক, আজও পৃথক, এবং এই দুই জগৎ দুই অস্তিত্বের ব্যাপারটিও আমাকে প্রলোভিত করেছিল। এদের প্রসঙ্গেই আমি আদিম এক অরণ্যহস্তীযূ-থর প্রতীক ব্যবহার ক-রছি। -য হস্তীযূথ আজও প্রকৃতির -শষ সম্মানিত প্রতিভূ। পালকাপ্য মুনির আশ্চর্য কাহিনিটি এক আশ্চর্য পুরাক-ল্পর ম-তাই ম-ন হ-য়-ছ আমার। আর আকৃষ্ট ক-র-ছ অভয়া-বাশূলী /বিশালাক্ষী - অরণ্যচণ্ডী-পর্ণশবরী - বিন্ধ্যবাসিনী বেদোক্ত-অরণ্যানী, নানা নামে আদিম মাতৃশক্তির উপাসনা, যে মাতৃশক্তি অষ্টম শতক -থ-ক শাস্ত্রীয় পূজায় আসন পায়।''(২)*

উপন্যাসটিতে মহাশ্বেতা দেবী অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে চুয়াড় প্রজাতির টোটেম (ঢ়ষঢ়নল) ও টাবু (ঢ়তথষষ)--ক ব্যবহার ক-র-ছন। -টা-টম হল একটি প্রতীক; যা জন-গাষ্ঠীর রক্ষাকর্তা হিসা-ব পরিচিত। এক একটি জন-গাষ্ঠী বি-শষ -কা-না গাছ, ফুল, ফল, জন্তু, পাখি-ক তা-দর -টা-টম হিসা-ব গ্রহণ ক-র। টাবু হল নিষেধাজ্ঞা জনিত সংস্কার। যা না মানলে শাস্তি এমনকি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় টোটেম ও টাবু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। চুয়াড়দের ঢ়ষঢ়নল হল হস্তি। তারা নিদয়ার জঙ্গলের রক্ষাকর্তা ----- *''হস্তিযূথ এ অর-ণ্যর আদিমতম সম্রাট। তারা দেবী পর্ণশবরী, অরণ্যরক্ষয়িত্রীর সন্তান। ... নির্ভয়ে, সগর্বে, ভয়ঙ্কর*

কোনো অমোঘ শক্তির মত তারা বন থেকে বনে বিচরণ করে। অরণ্যরক্ষয়িত্রী দেবীর সচল প্রহরী তারা, অরণ্যবাসী আদিম চুয়াড় জাতি ছাড়া -কউ হস্তিবিদ্যা জা-ন না।''(৩) চুয়াড়-দর ঢ়তথষষ হল, *''চুয়াড়দ-লর -কউ যদি জাত -ত্য-জ অরণ্য -ছ-ড় আ-স, তার মরণ -কা-না-না--কা-না ভা-ব হাতির হা-ত। এটি একটি পরীক্ষা করা সত্য। ভা-লা-ব-স, -লা-ভ, -মা-হ, দুরাকাঙ্ক্ষায়, যদি -কা-না চুয়াড়-সন্তান অরণ্য -ত্য-জ আ-স, হাতির হা-ত -স -কা-না-না--কা-নাভা-ব মর-ব।''(৪)* তাছাড়া তারা সব সময় হাতির সঙ্গে থাকলেও হাতির জন্ম, মৃত্যু এবং সঙ্গমলীলা দেখা নিষিদ্ধ।

সেইসঙ্গে আছে পালকাপ্য মুনি এবং একলব্যের পুরাণ কাহিনি। চুয়াড়-দর আদিপুরুষ পালকাপ্য মুনি। তাঁর পিতা সামগায়ন মুনি। হস্তিনীর গ-র্ভ তাঁর জন্ম। পালাকাপ্য মুনি হাতি-দর সঙ্গে থাকতে থাকতে হাতিদের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। একেবারে প্রথমে হাতিরা তাকে কাছে আস-ত দিত না। মানু-ষর গন্ধ-ক তারা ভয় -পত। -ঘন্না করত। তখন পালকাপ্য মুনি সারা গা-য় হাতির মল -ম-খ থাক-তন। এরফ-ল তাঁর গন্ধ এবং হাতির গন্ধ এক হ-য় -গল। হাতিরা তাঁকে ক্রমে সব দেখতে ছিল - তা-দর মিথুন, তা-দর শাব-কর জন্মদান, তা-দর যুদ্ধ, তা-দর মৃত্যু। বহু চন্দ্রবৎসর হাতিদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে লাগলেন পালকাপ্য। হাতিদের কাছ থেকে শি-খছি-লন তা-দর শাস্ত্র।

কিন্তু একসময় সব জানাজানি হ-য় যায়। -কান -লাভী রাজা সমস্ত হাতি-ক তাড়ি-য় নি-য় চ-ল যান। হাতি-দর হারি-য় পালকা-প্যর দিন কা-ট নির্বাস-ন, -শা-ক, দুঃ-খ। -সইসময় এক চুয়াড় রমণী নি-জর স্ত-ন্যর দুধ খাই-য় পালকা-প্যর প্রাণ বাঁচি-য়ছিল।

পরে পালকাপ্য মুনি যখন হাতিদের মুক্ত করে অরণ্যে ফিরছি-লন তখন -সই -ম-য়টির -খাঁজ ক-রছি-লন। জান-ত -চ-য়ছি-লন -য -ম-য়টি তাঁর মা-য়র কাজ ক-রছিল -স -কাথায়? জান-ত -প-রছি-লন তাঁর প্রাণ বাঁচা-নার অপরা-ধ উঁচু জা-তর মানু-ষরা -ম-য়টি-ক পাথর -ম-র হত্যা ক-র-ছ। পালকাপ্য মুনি তা-দর বর দি-য়ছি-লন রক্ষা করবার। হস্তীযূথ-ক ক-র দি-য়ছি-লন তা-দর -টা-টম। হাতিরা হ-ব তা-দর রক্ষাকর্তা। হাতিরা আগ-ল রাখ-ব তা-দর। যতদিন চুয়াড়রা হাতি-দর মান-ব ততদিন হাতিরাও তা-দর -দখ-ব, কিন্তু হাতি-দর -ছ-ড় -গ-লই বিপদ। তখন তারা পা-য় পি-ষ -ম-র -ফল-ব। এছাড়া ছিল আরও একটি বিষয়। হাতিদের সঙ্গমলীলা এবং মৃত্যুর সময় তাদের কাছে যাওয়া যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞায় হল টাবু।

একল-ব্যর পুরাণ কাহিনি কিছুটা ভিন্নভা-ব বর্ণিত হ-য়-ছ উপন্যা-স। চুয়াড়রা নি-জ-দর একল-ব্যর স্বজাতীয় ব-ল ম-ন ক-র ----- *''জাতক-র্মর বাই-র অন্য কাজ কর-ত চুয়াড়দল ব-ড়া ভয় পায়। তা-দর এক স্বজাতি একলব্য জাতধ-র্মর বাই-রর কাজ কর-ত গি-য় হা-তর আঙ্গুল বিসর্জন দি-য়ছিল।''(৫)* চুয়াড়দের একমাত্র অস্ত্র ধনুক। এখনো তাদের দলপতি হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলে। যারা কাটে না তারাও তীর ছোঁড়বার সময়ে ডানহাতের অন্য চার আঙ্গুল মাত্র ব্যবহার করে।

এইসব -টা-টম, টাবু ও পুরাণ-ক আশ্রয় ক-র গ-ড় উ-ঠ-ছ 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যা-সর কাহিনি বলয়। সময়টা -ষাড়শ শতাব্দী। আকব-রর রাজত্বকাল। বাংলায় ছড়ি-য় র-য়-ছ -বশ কিছু সামন্ত রাজ্য। ভীমাদল এরকমই একটি রাজ্য। গর্গবল্লভ -সখানকার অধিপতি। ভীমাদল রাজ্যটি ওড়িশার সীমান্তবর্তী। এখন -যখা-ন -মদিনীপুর -জলা একসময় সেখানেই ছিল ভীমাদল রাজ্য। ভীমাদল ও ওড়িশার বোলাঙ্গির অঞ্চ-লর মা-ঝ র-য়-ছ নিদয়ার জঙ্গল। নিদয়ার জঙ্গল অতি ভীষণ, দুর্ভেদ্য বনভূমি। বিন্ধ্যের দক্ষিণে দণ্ডকারণ্য থেকে এই অরণ্যভূমির শুরু এবং ক্রমে কলিঙ্গ থেকে মেদিনীভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন ধরনের বন্য পশু, হস্তীযূথ এবং চুয়াড় জাতি ছাড়া -সখা-ন -কউ বাস ক-র না।

রাজা গর্গবল্লভ বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থক। তিনি জাত-পা-ত বিশ্বাসী ----- *'' 'ধর্ম ধর্ম করে রাজা এখন ক্ষেপা হাতি। বাম্ভোন, ক্ষত্রিয়, কায়েত ছাড়া আনজেতের কদর নাই।' ''(৬)* কারণ তিনি দুই দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত ----- *''ওদি-ক শ্রীচৈতন্য, এদি-ক আকবর বাদশা-হর প্রভা-ব ধন্য ইসলাম, দুই ধর্মই সকল অজাত-ক -কাল দি-য় -র-খ-ছ, তাই ব্রাহ্মণ্যধ-র্মর প্রতাপ কিছু ক্ষুন্ন। এখন চাঁড়াল, শবর, সক-লই ই-চ্ছ হ-লই মাথা মুড়ি-য় বৈষ্ণব হ-ত পা-র, নয়-তা কলমা প-ড় মুসলমান।''(৭)* তাই বর্ণাশ্রম প্রথা-ক অটুট রাখার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট। এই কাজে তাঁর দুই সহকর্মী মন্ত্রী সুধন্য দত্ত ওরফে হরিশ রায়া এবং রাজ পু-রাহিত মাধবাচার্য।

গর্গ রাজার একমাত্র দুঃখ তাঁর রাজ্যে কোনো কবি নেই। কারণ সেই সময় বাংলায় কাব্যচর্চার সুবর্ণযুগ চল-ছ। রাজা-বাদশারা কবি-দর পৃষ্ঠ-পাষকতা দান ও উপাধিদা-ন প্রস্তুত। চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রমুখের নাম লোকের মুখে মুখে শোনা যা-চ্ছ। ফ-ল অন্য রাজা-দর তুলনায় রাজা গর্গবল্লভ কিছুটা হীনমণ্যতায় -ভা-গন। এই পরিস্থিতিতে ভীমাদলে উপস্থিত হন এক কবি যিনি দেবীর স্বপ্নাদেশে 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা কর-ত চান এবং কা-ব্য তার নাম কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁ। এই অংশটি-ত মুকুন্দ রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। নিঃস্ব, পরিচয়হীন এই মানুষটি খুব কম সময়ের মধ্যেই রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন ----- *''রাজার কবির ওপর বিশ্বাস ও প্রীতির পারাপার -নই। -লা-ক ব-ল বংশধ-রর মুখ না -দ-খ রাজার দিন স্বচ্ছ-ন্দ যায় কিন্তু কবির মুখ না দেখতে পেলে তিনি নিমেষে ব্যাকুল হন। তাছাড়া, এখন কবিকে সঙ্গে না নিলে তাঁর সকল প্র-মা-দ ধু-লা প-ড় ও -দা-লর মাত-ন সিদ্ধির মিষ্টপানি বিস্বাদ ম-ন হয়।''(৮)* অসামান্য সুদর্শন এবং প্রতিভাবান এই কবির সঙ্গে মাধবাচার্যের কন্যা ফুল্লরার প্রণয়ের সম্পর্ক ; এমনকি বিবাহ পর্যন্ত স্থির। খ্যাতিমান জামাই-এর জন্য মাধবাচার্যও -গৌরব-বাধ ক-রন।

এই পরিস্থিতিতে ঘটল সেই ভয়ংকর ঘটনা। রাজা গর্গবল্লভ 'অভয়ামঙ্গল' রচনার পুরস্কার স্বরূপ কবিকে রাজসভায় মানপত্র দিয়ে সম্মানিত এবং নিষ্কর ভূমি প্রদান করলেন। -সই মুহূ-র্ত রাজসভায় প্র-বশ করল অরণ্যবাসী চুয়াড় মানু-ষরা; যারা কবি-ক নি-জ-দর ভবিষ্যৎ

রাজা ব-ল দাবি করল ----- *'' 'বা-স্তান -কও লও -হ, উ -ছলা চুয়াড়, দলছাড়া, সমাজছাড়া, বা-স্তান হ'-ত পয়াসী, তা এখন আমা-দর রাজা মর‍্যা-ছ। উর তুল্য পুরুষ সমা-জ লাই, উটি-ক দাও আমরা রাজা করব।' ''(৯)* প্রকাশিত হল -সই চরমসত্য। কবি বন্দ্যঘটী গাঞি আস-ল ব্রাহ্মণ নন, তিনি চুয়াড়। তাঁর আসল নাম কল্হণ। চুয়াড় হ-য় মিথ্যা ব্রাহ্মণ পরিচয় -দবার জন্য এবং কলম ধরার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল কবিকে। স্থির হল হাতির পা-য় পিষ্ট ক-র মারা হ-ব তাঁ-ক।

কবি কারাগার -থ-ক পালি-য় ফুল্লরার কা-ছ যান। কিন্তু ফুল্লরা তাঁ-ক প্রত্যাখ্যান ক-র এই ব-ল ----- *'' '-জ-ত ভাঁড়ি-য় এ-সছিলি, চুয়াড়!' ''।(১০)* কবি মর্মাহত হ-য় ফিরে যান তাঁর আদি বাসস্থান নিদয়ার জঙ্গলে। সেখানে মোহগ্রস্তের মত ঘুরতে থাকেন কবি। কিন্তু কিছুতেই পথ খুঁজে পান না। জঙ্গলের মধ্যে তিনি হাতির প্রেমলীলা দেখতে পান যেটি চুয়াড় জাতির -দখা নিষিদ্ধ। আবার চুয়াড় জাতির -কউ যদি জাত ত্যাগ ক-র অরণ্য ত্যাগ ক-র তাহ-লও তার মৃত্যু হাতির পা-য়।

কবির জীব-নও ঘনি-য় আ-স -সই পরিণতি। চুয়াড়-দর টাবু অনুযায়ী কবি হাতির সঙ্গম দৃশ্য দেখেছেন এবং অপরাধবোধে ভুগেছেন। তিনি চুয়াড় জাতিকেও ত্যাগ করেছেন। তিনি অভয়ার আশ্র-য় -য-ত -চ-য়-ছন। কিন্তু পা-রননি। তার আ-গই ধরা প-ড়-ছন রাজার সৈ-ন্যর হা-ত।

এইভা-ব -লখিকা চুয়াড়-দর -টা-টম, টাবু ও পুরাণ-ক ব্যবহার ক-র-ছন কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন সংকট-ক তু-ল ধরার জন্য। তথাকথিত সভ্যসমাজ বহির্ভূত আদিবাসী মানুষগুলির প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের উৎপীড়ন ও শোষণের চিত্র এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রবণতা উপন্যাসটি-ত স্পষ্ট। কারণ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে আদিবাসীদের চেতনার রূপান্তর ঘ-ট-ছ। তারাও স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখ-ত চাই-ছ। তাই কবি বন্দ্যঘটী গাঞির কণ্ঠে -ঘাষিত হ-য়-ছ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় - *'' 'আমি ত-ব আপনা-দর সবাই-ক শুধাই, জন্ম পাঁ-ক হলে, মানুষ পাঁকে পড়ে থাকবে?' ..... 'পৈতে পরলে তোমার পৌত্রের দ্বিতীয় জন্ম হয়, সে দ্বিজ হয়। দ্বিজ -স-ই যার দু'বার জন্ম হয়। পাখ্পক্ষী-ক নাগ-নাগিনী-ক ত' -তামরা প্রথ-ম ডিম হ-য় জন্মায় -বা-ল দূষ না? মুক্তকে শুধাও না, আগে কেন ঝিনুক হয়ে জন্মালি? আমি চুয়াড় নই, আমি কবি বন্দ্যঘটী গাঞি, অভয়া-সবক, এ পরিচয় আমার দ্বিতীয় জন্ম, -সটি কি -তামরা -ক-ড় নি-ত পার?' ''।(১১)*

কিন্তু চুয়াড় যুবক কবি বন্দ্যঘটী গাঞির আত্ম-অ-ন্বষ-ণর প্র-চষ্টা -শষ পর্যন্ত ব্যর্থ হ-য় যায়। কারণ সমা-জর উচ্চব-র্ণর মানুষগুলির স্বার্থ চরিতার্থতার জন্যে কবি বন্দ্যঘটী গাঞি সভ্য সমা-জ তাঁর স্বীকৃতি -প-লন না। -লখিকার মন্তব্য এখা-ন স্মরণ-যাগ্য ----- *''কবির জন্ম ও মৃত্যুর রক্তাক্ত ইতিহাস একেবারেই লেখকের মানসাশ্রিত। হয়তো আমি এমন এক যুবকের কথা লিখতে চেয়েছি যে তার জন্ম ও জীবনকে অতিক্রম করে নিজের জন্য একটি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি কর-ত -চ-য়ছিল, -য জগৎ তার নি-জর সৃষ্ট। -চ-য়ছিল নতুন জন্ম নি-ত এবং সমসাময়িক*

সমাজ তার প্র-ত্যকটি -চষ্টা-কই পরাভূত ক-রছিল, আমি হয়-তা তার গল্পই লিখ-ত -চ-য়ছি।''(১২) সমগ্র উপন্যাসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভা-ব বি-শ্লষণ করার পর আমরাও -লখিকার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করি।

সূত্রনির্দেশ :-

১. *শিল্প সাহিত্য,* অনিন্দ্য -সীরভ ও যদুমনি -বসরা (সম্পাদক)। ১ বর্ষ ১ সংখ্যা। জানুয়ারি ২০০৯। পৃ - ১০৬। (মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে কথা বলেছেন জয়া মিত্র)।

২. মহাশ্বেতা দেবী, ২০০২, মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড (লেখকের কথা)। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা। পৃ - ২১।

৩. ত-দব। পৃ - ২৪

৪ ত-দব। পৃ - ৩৮

৫ ত-দব। পৃ - ৬৭

৬. ত-দব। পৃ - ২৭

৭. ত-দব। পৃ - ২৫

৮. ত-দব। পৃ - ৩২

৯. ত-দব। পৃ - ৬৯

১০. ত-দব। পৃ - ৯১

১১. ত-দব। পৃ - ৭৫

১২. ত-দব। পৃ - ২২